কালের কণ্ঠ

১৪ 5 MAY 2017

ঢালাও পাস কমেছে

কৃতকার্যদের অভিনন্দন

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে গতকাল। ১০ বোর্ডে এবার পাসের হার ৮০.৩৫ শতাংশ। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮১.২১ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে। শুধু পাসের হার নয়, শতভাগ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও এবার বেড়েছে। কমেছে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার দেশের ৯৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী পাসই করতে পারেনি। গত বছর ৫৩টি প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থী ফেল করেছিল। আবার শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কমেছে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৫২টি বাড়লেও শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমেছে দুই হাজার ৪৬৮টি। গত বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় চার হাজার ৭৩৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছিল। এবার দুই হাজার ২৬৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার কম হলেও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাঁর মতে, আগে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে পরীক্ষকদের গাফিলতি ছিল। এবার নতুন পদ্ধতিতে খাতার যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে। ফলে পাসের হার কিছুটা কমেছে। খাতা মূল্যায়নে তিন বছর ধরে কাজ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে প্রথমে প্রধান পরীক্ষক এবং পরে সব পরীক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। একটি বিশেষ মান বজায় রাখারও চেষ্টা হয়েছে এবার। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়েই মূল্যায়নব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

পাসের হার ও জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা হিসাব করলে যে ফল হয়েছে, তা খুব একটা হতাশাজনক নয়। তবে আমরা চাই এমন মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হবে। সবাই মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সুযোগ পাবে। দেখা যায়, পরীক্ষার আগেই অনেক শিক্ষার্থী ঝরে যায়। অনেকের মধ্যে পরীক্ষাভীতি কাজ করে। এই ভীতি দূর করার জন্য কাজ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান আনন্দদায়ক হলে শিক্ষার্থীদের কাছে যেকোনো বিষয় সহজতর হয়ে উঠবে। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। সেই শিক্ষক চাই, যিনি শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে যত্নবান হবেন, নিজের পেশার প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখে কাজ করবেন। দায়সারাভাবে পরীক্ষার খাতা দেখা কিংবা পাঠদান নয়, বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার মতো শিক্ষক তৈরি না হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের দুর্বলতা থেকেই যাবে। সে কারণে শিক্ষকদের মান বাড়াতে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও মফস্বলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। দেশের ৯৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী এবার কেন উত্তীর্ণ হতে পারেনি তার কারণ খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতে সব প্রতিষ্ঠান আশাব্যঞ্জক ফল উপহার দিতে পারবে।

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য সব শিক্ষার্থীকে আমাদের অভিনন্দন।